কুরআন-সুন্নাহর আলোকে
হকপন্থী উলামায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য
(১ম খণ্ড)

উস্তায ইবরাহীম হাসান

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে
হকপন্থী উলামায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য
(১ম খণ্ড)

উস্তায ইবরাহীম হাসান

[2]

সুচিপত্র

১. ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত 5
২. খাশইয়াতুল্লাহ 6
৩. ইলম ও আমলের সামঞ্জস্য 7
৪. আমর বিল মা’রূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার 8
৫. ইনকিতাউ আনিল হুক্কাম: জালেম শাসকের থেকে বিচ্ছিন্নতা 9
৬. বাতিলের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম: জিহাদ ও কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ 10
৭. যুহদ ও দুনিয়াবিমুখতা 12
৮. ইস্তিকামাত আলাল হক: হকের উপর অবিচলতা 13
৯. তাওয়াযূ (বিনয়) 14
১০. শাফাকাত ও রহমত (মাখলুকের প্রতি দয়া ও মমতা) 15
১১. হিকমত ও দূরদর্শিতা (বাসিরাহ) 15
১২. সুন্নাত ও নফল আমলের পাবন্দি 16

[3]

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له . وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.

أمَّا بعد؛

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾.

"[illegible]! [illegible] [illegible] [illegible]

দুনিয়াবি লালসায় মত্ত 'উলামাউস সূ' বা দরবারী আলিমদের অপতৎপরতাও কম ছিল না।

ক্ষমতার মোহ, দুনিয়াবি প্রতিপত্তি আর নফসের গোলামিতে মত্ত একদল যখন দ্বীনের অপব্যাখ্যায় লিপ্ত, তখন প্রশ্ন জাগে— কুরআন ও সুন্নাহর মানদণ্ডে প্রকৃত হকের অতন্দ্র প্রহরী কারা? কোন গুণাবলি একজন আলিমকে সাধারণ মানুষ থেকে 'নবীদের ওয়ারিশ' হিসেবে আসমানে ও জমিনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে? অন্ধকার আর আলোর এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আজ তাই প্রশ্ন জাগে— প্রকৃত হকপন্থী আলিম চেনার কষ্টিপাথর কোনটি?

বিভ্রান্তির এই ঘনঘটায় হকপন্থী আলেমদের চিনতে হলে তাঁদের অনন্য বৈশিষ্ট্য ও আদর্শিক ভিত্তি জানা আবশ্যক। কুরআন-সুন্নাহর মানদণ্ডে একজন আদর্শ ও হকপন্থী আলেমের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ও সিফাতসমূহের নিবিড় ব্যবচ্ছেদই আমাদের আজকের এই বিশেষ আলোচনার মূল উদ্দেশ্য।

১. ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত

হকপন্থী উলামায়ে কেরামের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য এবং তাঁদের ইলম ও দাওয়াতের মূল চালিকাশক্তি হলো 'ইখলাস' বা নিয়তের বিশুদ্ধতা। একজন রব্বানী আলেমের প্রতিটি কথা, কাজ, ফতোয়া এবং দ্বীনি মেহনত কোনো জাগতিক স্বার্থ, সস্তা জনপ্রিয়তা কিংবা নেতৃত্বের মোহে পরিচালিত হয় না; বরং তাঁর হৃদয়ের গহীন কোণে লুকিয়ে থাকে একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের ব্যাকুলতা। এই নিয়তের একনিষ্ঠতাই একজন আলেমকে সাধারণ জ্ঞানচর্চাকারী থেকে 'নায়েবে রাসূল' বা নবীর প্রকৃত উত্তরাধিকারীর উচ্চাসনে আসীন করে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মুমিনের জীবনের মূল লক্ষ্য ও দর্শনের সংজ্ঞা দিয়ে ইরশাদ করেন:

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"বলুন **:** আমার সালাত**,** আমার কোরবানি**,** আমার জীবন ও আমার মরণ একমাত্র জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।**"** (সূরা আল-আন'আম: ১৬২)

এই আয়াতের জীবন্ত বিচ্ছুরণ ঘটে হকপন্থী উলামাদের যাপিত জীবনে। যখন কোনো আলেমের অন্তরে 'লিল্লাহিয়াত'— অর্থাৎ সবকিছু কেবল আল্লাহর জন্যই হওয়ার গুণটি বদ্ধমূল হয়, তখন তাঁর ভেতর থেকে জাগতিক ভয় ও লোভের অবসান ঘটে। নিয়ত যখন বিশুদ্ধ হয়, তখন তিনি শাসকের রক্তচক্ষু কিংবা নিন্দুকের তীব্র সমালোচনা—কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করেন না। কারণ তাঁর

[5]

হৃদয়ের কম্পাসটি মাখলুকের সন্তুষ্টির বদলে কেবলই রবের সন্তুষ্টির দিকে মুখ করে থাকে।

হকপন্থী আলেমগণ বিশ্বাস করেন যে, সকল কাজের ক্ষেত্রে যদি তাতে নিয়তের পূর্ণ একনিষ্ঠতা থাকে, তবেই তা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য। আর নিয়ত যদি ত্রুটিপূর্ণ হয়, তবে পাহাড়সম ইলম ও আমলও কিয়ামতের দিন ধূলিকণার মতো উড়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন —

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে**,** যার সে নিয়ত করবে। **”** (সহীহ বুখারী : ০১)।

প্রকৃত হকপন্থী আলেমের এই যে অটল মানসিক দৃঢ়তা এবং প্রতিকূল পরিবেশেও অকল্পনীয় প্রশান্তি—এটাই হলো নিয়তের একনিষ্ঠতার উজ্জ্বলতম নিদর্শন। যাঁর ইলমের পেছনে নিয়তের বিশুদ্ধতা নেই, তাঁর দাওয়াত কেবলই বাকচাতুর্য; তা সাময়িকভাবে মানুষকে মুগ্ধ করলেও অন্তরে হিদায়াতের নূর তৈরি করতে পারে না। পক্ষান্তরে যাঁর অন্তরে লিল্লাহিয়াত আছে, তাঁর সামান্য কথা ও সাধারণ আমলও আল্লাহর অশেষ রহমতে যুগের পর যুগ মানুষের ক্বলবে হিদায়াতের মশাল হয়ে জ্বলে থাকে। তাঁরা পদ-পদবি বা প্রচারের মোহ ত্যাগ করে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে কেবল দ্বীনের খেদমত করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

২. খাশইয়াতুল্লাহ

প্রকৃত হকপন্থী আলেম কেবল জ্ঞানের ভাণ্ডার নন, বরং তিনি মহান আল্লাহর ভয়ে সদাতটস্থ এক সত্তা। ইলম বা জ্ঞান অর্জনের মূল উদ্দেশ্যই হলো রবের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করে নিজের ক্ষুদ্রতা অনুভব করা। আল-কুরআনের অমোঘ ও চিরন্তন ঘোষণা:

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

“আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই **(**উলামাগণ**)** তাঁকে যথাযথভাবে ভয় করে। ” (সূরা ফাতির : ২৮)

এই আয়াতের সারকথা হলো, যাঁর নিকট আল্লাহর পরিচয় ও ইলম যত বেশি, তাঁর হৃদয়ে আল্লাহর মহত্ত্ব ও ভয় তত বেশি। হকপন্থী উলামায়ে কেরাম যখনই কোনো ফতোয়া প্রদান করেন, মিম্বার বা মঞ্চে কোনো বক্তব্য রাখেন কিংবা নিভৃতে কোনো আমল করেন, তখন তাঁদের চিন্তা-চেতনার প্রতিটি রন্ধ্রে এই অনুভূতি জাগ্রত থাকে যে—তাঁরা রব্বুল আলামীনের সম্মুখে জবাবদিহি করতে বাধ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই

[6]

খাশইয়াত বা আল্লাহভীতির সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করে ইরশাদ করেছেন —

أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ

“আল্লাহর শপথ **!** নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানি এবং তোমাদের চেয়ে বেশি তাঁকে ভয় করি।**”** (সহীহ বুখারী : ৫০৬৩)

এই খাশইয়াতুল্লাহ কেবল কান্নার নাম নয়, বরং এটি হলো দ্বীনের ওপর অটল থাকা এবং অন্যায়ের সামনে মাথানত না করার আপসহীন শক্তি। হকপন্থী আলেমের চেহারায় এক ধরনের স্বর্গীয় প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য বিরাজ করে, যা কেবল গভীর আল্লাহভীতি থেকেই অর্জিত হয়। এই আল্লাহভীতির কারণেই তাঁরা দুনিয়াবি কোনো শক্তি বা শাসকের রক্তচক্ষুকে ভয় পান না।

তাঁদের ইলম তাঁদেরকে উদ্ধত করে না, বরং বিনয়ী করে তোলে। তাঁরা ইলমকে দুনিয়া কামানোর হাতিয়ার বানান না, বরং একে আখেরাতের নাজাতের উসিলা হিসেবে গ্রহণ করেন। যে আলিমের হৃদয়ে খাশইয়াত বা ভয় নেই, তাঁর ইলম কেবলই মস্তিষ্কজাত মরীচিকা; পক্ষান্তরে হকপন্থী আলিমের ইলম হলো অন্তরের আলো, যা তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদের প্রতিটি পদক্ষেপে তাকওয়ার পথে পরিচালিত করে।

৩. ইলম ও আমলের সামঞ্জস্য

যাঁর কথা ও কাজের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান থাকে, তিনি কখনোই হকের দিশারি হতে পারেন না। হকপন্থী উলামায়ে কেরামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—তাঁদের ইলম ও আমলের অভিন্নতা। তাঁরা কেবল জ্ঞানের বাহক নন, বরং সেই জ্ঞানের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। তাঁরা মানুষকে যা আদেশ করেন, তা নিজের জীবনে সবার আগে বাস্তবায়ন করেন এবং যা থেকে নিষেধ করেন, তা থেকে নিজেরা সবার আগে দূরে থাকেন।

পবিত্র কুরআনে সেই সব ব্যক্তিদের কঠোর তিরস্কার করা হয়েছে, যাঁদের কথার সাথে কাজের মিল নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইরশাদ করেন :

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

“তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের আদেশ দাও আর নিজেদের কথা ভুলে যাও**?** অথচ তোমরা কিতাব তিলাওয়াত করো **;** তবে কি তোমরা বুঝো না **?”** (সূরা আল-বাকারাহ : ৪৪)

[7]

হকপন্থী আলেমগণ বিশ্বাস করেন যে, আমলহীন ইলম হলো ফলহীন বৃক্ষের মতো, যা কারো উপকারে আসে না। ইমামুল আযম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ-এর জীবনের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। বর্ণিত আছে যে, একবার এক ক্রীতদাস তাঁর কাছে এসে দাসের মুক্তি ও ক্রীতদাস প্রথার ওপর আলোচনা করতে অনুরোধ করেন। ইমাম সাহেব সাথে সাথে আলোচনা না করে দীর্ঘ দুই মাস সময় নিলেন। পরবর্তীতে জানা গেল, তাঁর নিজের কোনো দাস ছিল না। তিনি আগে নিজ অর্থ দিয়ে একটি দাস ক্রয় করে তাকে মুক্ত করে দিলেন, অতঃপর সেই বিষয়ে আলোচনা করলেন।

একেই বলে ইলম ও আমলের পূর্ণাঙ্গ সমন্বয়। একজন প্রকৃত আলেমের চাল-চলন, ইবাদত এবং মুয়ামালাত বা লেনদেনে তাঁর অর্জিত ইলমের প্রতিফলন ঘটে। তিনি যখন তাকওয়ার কথা বলেন, তখন তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত থাকে; তিনি যখন ত্যাগের কথা বলেন, তখন তিনি নিজেই ত্যাগের অগ্রসেনানী হন। এই সততা ও চারিত্রিক দৃঢ়তাই সাধারণ মানুষের হৃদয়ে তাঁদের প্রতি গভীর আস্থা ও ভালোবাসা তৈরি করে। যাঁর ইলম ও আমল একসূত্রে গাঁথা, তাঁর দাওয়াতই সমাজ সংস্কারে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

৪. আমর বিল মা’রূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার

একজন হকপন্থী আলেমের অস্তিত্বই যেন সমাজ সংস্কারের এক চলমান ইশতেহার। যখন চারপাশের পরিবেশ পাপাচারের কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, হকের সূর্য কালো মেঘে ঢাকা পড়ে যায়, আর মানুষ গাফলতির চাদর মুড়িয়ে অন্যায়ের সাথে আপস করতে শেখে—তখন তিনি নিছক নীরব দর্শক হয়ে থাকেন না। তসবিহ হাতে কোণে বসে থাকা তাঁর কাজ নয়; বরং তাঁর অন্তরে উম্মাহর জন্য যে অদম্য দরদ জাগ্রত থাকে, সেটিই তাঁকে অস্থির করে তোলে, জাগিয়ে তোলে দায়িত্ববোধে।

এই দায়িত্বের পরিচয় কেবল ব্যক্তিগত উপলব্ধি নয়; বরং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষিত এক মহান মর্যাদা ও দায়িত্ব।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন—

َم ْع ُر ِ وف

ِالْ

ُم ُر َون ب

ْأ

اس تَ

ِ

ْخ ِر َج ْت لِلنَّ

َّم ٍة ُأ

كُنتُ ْم َ خيْ َر ُأ
ِر

ُمنكَ

َوتَنْ َه ْو َن َ ع ِن الْ
“তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত... তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করো।” (সূরা আল-ইমরান: ১১০)

তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন—মন্দকে কেবল অন্তরে ঘৃণা করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না; বরং সেই মন্দকে প্রতিরোধ করার মধ্যেই ঈমানের প্রকৃত প্রকাশ নিহিত। তাই তাঁর দাওয়াত কেবল তাত্ত্বিক বয়ানে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা রূপ নেয় জীবন্ত [8]

আহ্বানে। কখনো তিনি পিতার স্নেহে মানুষকে টেনে নেন, কখনো শিক্ষকের যুক্তিতে বোঝান, আবার কখনো অভিভাবকের দৃঢ়তায় সতর্ক করে দেন—কিন্তু তাঁর লক্ষ্য একটিই: মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে ফিরিয়ে আনা।

তাঁর এই অবস্থান কোনো পার্থিব উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফসল নয়; বরং এটি উৎসারিত হয় এক গভীর ঈমানী চেতনা থেকে—আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে। তিনি বিশ্বাস করেন, যে সমাজে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের ধারা স্তব্ধ হয়ে যায়, সে সমাজ ধীরে ধীরে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে এবং অবধারিতভাবে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়।

এই উপলব্ধিই তাঁকে তাড়িত করে—নিজের আরাম-আয়েশ, ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য ও নীরব জীবনের আকর্ষণ ত্যাগ করে তিনি নেমে পড়েন মানুষের মাঝে। সমাজের প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি পরতে তিনি পৌঁছে দিতে চান হকের বাণী—যেন নিভে হিদায়াত হারিয়ে ফেলা মানুষগুলো আবার জ্বলে ওঠে ঈমানী শক্তিতে।

৫. ইনকিতাউ আনিল হুক্কাম: জালেম শাসকের থেকে বিচ্ছিন্নতা

ইতিহাস বারবার সাক্ষ্য দিয়েছে—যখন কোনো আলেম রাজদরবারের মোসাহেবিতে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন, তখন ধীরে ধীরে তাঁর কলমের ধার ভোঁতা হয়ে এসেছে, কণ্ঠের তেজ নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। ক্ষমতার নৈকট্য প্রথমে সম্মান মনে হলেও, সময়ের সাথে তা হয়ে ওঠে এক সূক্ষ্ম বন্ধন—যা হক উচ্চারণের সাহসকে অদৃশ্যভাবে গ্রাস করে ফেলে। হকপন্থী আলেম এই মায়াজাল ও লুকায়িত ফিতনার ব্যাপারে গভীরভাবে সজাগ।

এই উপলব্ধি তাঁর অন্তরে এক সুস্পষ্ট মানদণ্ড তৈরি করে— হকের মর্যাদা কখনো ক্ষমতার সান্নিধ্যের বিনিময়ে ক্ষুণ্ণ হতে পারে না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন—

َم ْع ُر ِ وف

ِالْ

ُم ُر َون ب

ْأ

اس تَ

ِ

ْخ ِر َج ْت لِلنَّ

َّم ٍة ُأ

كُنتُ ْم َ خيْ َر ُأ
ِر

ُمنكَ

َوتَنْ َه ْو َن َ ع ِن الْ
“তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত... তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করো।” (সূরা আল-ইমরান: ১১০)

তিনি জানেন—শাসকের দস্তরখান, রাজকীয় উপঢৌকন কিংবা বাহ্যিক সম্মান অনেক সময় এমন এক অদৃশ্য ঋণ তৈরি করে, যা

[9]

পরবর্তীতে সত্য বলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই তিনি সেই বন্ধনে নিজেকে জড়ান না। তিনি শাসকদের শত্রু নন; বরং সত্যের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতাই তাঁকে একটি সংযত, মর্যাদাপূর্ণ দূরত্ব বজায় রাখতে উদ্বুদ্ধ করে।

এই দূরত্ব কোনো অহংকার নয়, কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদও নয়; বরং এটি তাঁর ইলমের পবিত্রতা ও ফতোয়ার নিরপেক্ষতা রক্ষার এক সচেতন অবস্থান। তাঁর কাছে রাজপ্রাসাদের বিলাসিতার চেয়ে সাদামাটা জীবন অনেক বেশি সম্মানজনক—কারণ এই হালাতে তিনি অবাধে, নির্ভয়ে হকের কথা উচ্চারণ করতে পারেন।

তিনি নিজেকে কোনো দল, গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক স্বার্থের অনুগত করে তোলেন না। তাঁর আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি নিবেদিত। আর ঠিক এই স্বাধীনতাই তাঁকে সেই সাহস দান করে, যার মাধ্যমে তিনি প্রয়োজনবোধে শাসকের ভুল ধরিয়ে দিতে পারেন—কোনো ভীতি বা স্বার্থের হিসাব ছাড়াই।

এই নির্লিপ্ততা, এই আত্মমর্যাদাবোধই তাঁকে উম্মাহর কাছে করে তোলে নির্ভরযোগ্য, শ্রদ্ধেয় এবং সত্যের এক অটল প্রতীক।

৬. বাতিলের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম: জিহাদ ও কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ

হকপন্থী রব্বানী আলেমগণের সংগ্রাম কেবল তাত্ত্বিক কোনো আলোচনা নয়, বরং এটি দ্বীনকে বিজয়ী করার এক অবিরাম জিহাদ। এই জিহাদ ক্ষণিকের আবেগ নয়; বরং ঈমানি চেতনার অবিনাশী আলোকবর্তিকা—এক দীর্ঘ, ধৈর্যশীল এবং সচেতন রণাঙ্গন। যখন ইসলামি মূল্যবোধে আঘাত আসে, যখন উম্মাহর আকিদাহ ও তাওহীদি বিশ্বাসে কুফরের বিষবাষ্প ছড়ানোর ধৃষ্টতা দেখানো হয়, তখন একজন প্রকৃত আলেম কেবল জায়নামাজে বসে চোখের পানি ফেলে দায়িত্ব শেষ করেন না। বরং কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনার আলোকচ্ছটায় তিনি ময়দানে অবতীর্ণ হন—এক দুঃসাহসী সিপাহসালার ও প্রখর প্রহরীর ভূমিকায়।

এই মহান সংগ্রাম সর্বদা কেবল কলম বা জবানে সীমাবদ্ধ নয়। যখন বাতিলের আস্ফালন সীমা অতিক্রম করে এবং ফিতনা যখন দ্বীনকে মিটিয়ে দেওয়ার উপক্রমে পৌঁছায়, তখন 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' তার পূর্ণ শক্তিতে আবির্ভূত হয়। হকের পতাকাবাহীগণ জানেন যে, বাতিল কেবল যুক্তিতে দমে না; অনেক সময় তাকে দমনের জন্য কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ'র প্রয়োজন হয়।

যখন কুফরি শক্তি সশস্ত্র পন্থায় ইসলামের পথ রুদ্ধ করে, তখন আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে সশরীরে

[10]

[illegible] (Allah bless him) [illegible] [illegible] [illegible]

বাতিল যখন ক্ষমতার মসনদে বসে জুলুমের রাজত্ব কায়েম করে, তখন সেই জঘন্য শক্তির মুখে সত্য উচ্চারণ করাকেই তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ তামান্না মনে করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

ٍر

ٍ ان َ جاِئ

ِج َه ِاد كَلِ َم ُة َ عدْ ٍل ِ عنْدَ ُ سلْطَ

ْف َض ُل الْ

َأ

“অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলাই হলো সর্বোত্তম জিহাদ।”
(সুনানে আবু দাউদ: ৪৩৪৪)

সুতরাং, হকপন্থী আলেমের এই পথচলা কেবল ব্যক্তিগত সংশোধনের নয়, বরং সামগ্রিক জীবনব্যবস্থায় ইসলামকে বিজয়ী করার এবং কুফর ও শিরকের মূলোৎপাটন করার এক নিরবচ্ছিন্ন জিহাদ। এই জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

৭. যুহদ ও দুনিয়াবিমুখতা

দুনিয়ার চাকচিক্য যখন মানুষের দৃষ্টিকে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলে, যখন প্রাপ্তির নেশা বিবেককে আচ্ছন্ন করে দেয়—তখন হকপন্থী আলেম বেছে নেন এক ভিন্ন পথ। তাঁর জীবন বাহ্যিকভাবে সাধারণ, কিন্তু অন্তরে তা গভীর এক স্বাধীনতার প্রকাশ। তিনি দুনিয়াকে ত্যাগ করেন না; বরং দুনিয়ার প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখেন—এটাই তাঁর যুহদ।

যুহদ মানে দারিদ্র্যকে আঁকড়ে ধরা নয়, কিংবা কৃত্রিমভাবে নিজেকে কষ্টে রাখা নয়; বরং এর প্রকৃত অর্থ হলো—দুনিয়ার মোহ যেন হৃদয়ের গভীরে স্থান করে নিতে না পারে। তাঁর হাতে দুনিয়া থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর হৃদয় থাকে আখিরাতমুখী। এ এক সূক্ষ্ম ভারসাম্য, যা কেবল গভীর ঈমান ও আত্মসংযমের মাধ্যমেই অর্জন সম্ভব।

তাঁর চিন্তা, শ্রম ও পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সাফল্য নয়; বরং আখিরাতের স্থায়ী সফলতা। তিনি এই জীবনকে দেখেন এক মুসাফিরখানা হিসেবে—যেখানে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর চূড়ান্ত গন্তব্যের দিকে যাত্রা অনিবার্য। তাই দামী বাড়ি, গাড়ি বা সঞ্চয়ের প্রাচুর্য তাঁর আকাঙ্ক্ষার বিষয় নয়; বরং তাঁর আসল লক্ষ্য—কত বেশি মানুষকে আল্লাহর সাথে পরিচিত করানো যায়, কতগুলো অন্তরকে হেদায়েতের আলোয় আলোকিত করা যায়।

ভোগবাদী সমাজে, যেখানে প্রতিনিয়ত “আরও চাই” মানসিকতা মানুষকে অস্থির করে তোলে, সেখানে তিনি ‘কানাআত’—অল্পে তুষ্ট থাকার এক গভীর প্রশান্তি খুঁজে পান। এই তুষ্টিই তাঁকে করে তোলে অন্তরসমৃদ্ধ, নির্ভার এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসাশীল। তাঁর এই নির্লোভ, নিরাসক্ত চরিত্রই তাঁকে

[12]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]. [illegible] (Humility)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

১০. শাফাকাত ও রহমত (মাখলুকের প্রতি দয়া ও মমতা)

হকপন্থী আলেম বাতিলের মোকাবেলায় যতটা দৃঢ় ও কঠোর, মুসলিমদের বেলায় তাঁর অন্তর ততটাই কোমল ও করুণায় ভরা।

তাঁর হৃদয়ে প্রতিটি পথভ্রষ্ট মানুষের জন্য এক নিঃশব্দ হাহাকার লুকিয়ে থাকে। তিনি যখন সত্য উচ্চারণ করেন, তখন সেই কথার মধ্যে দৃঢ়তা থাকে বটে, কিন্তু তার গভীরে লুকিয়ে থাকে এক বিশাল মমতা—উম্মাহকে জাহান্নামের পথ থেকে ফিরিয়ে আনার আকুতি।

মানুষের ভুলত্রুটি তাঁর কাছে উপহাসের বিষয় নয়। তিনি কাউকে হেয় করেন না, বরং নির্জনে, নিঃশব্দে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করেন—এমনভাবে, যাতে তার আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে এবং হৃদয় নরম হয়। তাঁর উপদেশে কঠোরতা থাকলেও তাতে থাকে পিতৃসুলভ ভালোবাসার উষ্ণতা।

তিনি বিশ্বাস করেন—প্রতিটি মানুষই আল্লাহর বান্দা, আর কোনো বান্দাই চূড়ান্তভাবে হারিয়ে যায় না যতক্ষণ না সে নিজেই ফিরে আসার দরজা বন্ধ করে দেয়। এই বিশ্বাস তাঁকে সারারাত রবের দরবারে অশ্রুসিক্ত করে তোলে, উম্মাহর হেদায়েতের জন্য তাঁর দোয়া অবিরাম প্রবাহিত হয়।

রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

"মুমিনদের প্রতি তিনি পরম স্নেহশীল ও দয়ালু।" (সূরা তাওবা : ১২৮)

চরম পাপাচারে নিমজ্জিত কেউ যখন তাঁর সামনে আসে, তিনি তাকে নিরাশ করেন না। বরং তার ভাঙা হৃদয়ে আশা জাগান—তওবার দরজা এখনো খোলা, ফিরে আসার পথ এখনো অবারিত। এই আশার বাণীই তাঁর দাওয়াতকে জীবন্ত করে তোলে, আর তাঁর শাফাকাত মানুষের কঠিন হৃদয়কেও কোমল করে দেয়, যেন বরফে জমে থাকা ভূমিতে হঠাৎ বসন্ত নেমে আসে।

১১. হিকমত ও দূরদর্শিতা (বাসিরাহ)

হকপন্থী আলেম কেবল কিতাবের পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ নন; তাঁর দৃষ্টি সময়ের গভীরে প্রবেশ করে, তাঁর উপলব্ধি ঘটনাপ্রবাহের বাহ্যিক রূপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা বাস্তবতাকে স্পর্শ করে। তাঁর মধ্যে যে 'বাসিরাহ' বা অন্তর্দৃষ্টির আলো বিদ্যমান, তা কেবল জ্ঞান নয়—বরং জ্ঞানের ভেতর থেকে জন্ম নেওয়া এক গভীর প্রজ্ঞা, যার মাধ্যমে তিনি হক কে তার নিঃশব্দ রূপেও চিনতে পারেন।

[15]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ

“[illegible]”
([illegible]: [illegible])

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে :

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“জেনে রেখো**,** আল্লাহর জিকিরেই কেবল অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।**”** (সূরা আর-রাদ : ২৮)

নফল ইবাদতের মাধ্যমে খোদাভীতি ও নৈকট্য

তিনি ফরজের পাশাপাশি নফল ইবাদতে এই জন্য মনোযোগী হন যে, এটিই আল্লাহর ‘মাহবুব’ বা প্রিয় হওয়ার একমাত্র পথ। হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত হয়েছে :

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ

“বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার কাছে আসতেই থাকে**,** যতক্ষণ না আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি।**”** (বুখারি : ৬৫০২)

কারীমের সাথে তাঁর এই সম্পর্কই তাঁকে বাহ্যিক জাঁকজমক থেকে দূরে রাখে এবং তাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপকে করে তোলে নূর ও বরকতে পরিপূর্ণ। যখন তিনি আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ককে গভীর করেন, আল্লাহও তাঁর প্রতি মানুষের হৃদয়ে মহব্বত ও শ্রদ্ধা ঢেলে দেন। তাঁর প্রশান্ত দৃঢ়তা ও নিঃস্বার্থ আলোই পথহারা উম্মাহকে দেখায় জান্নাতের সঠিক দিশা।

[18]